দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

196

ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনা অব্যাহত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকালের ক্যাম্পাস মোটামুটি শান্ত ছিল। কোথাও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবে কয়েকটি হলে উত্তেজনা অব্যাহত রহিয়াছে। ক্যাম্পাস

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে

(১ম পৃঃ পর)

পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হইয়াছে। এতদ সত্ত্বেও বহিরাগতদের আনাগোনা কমে নাই, বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কলাভবন সংলগ্ন ২টি হলে এখনো উত্তেজনা। সোমবার গভীর রাতে এই দুইটি হলে ফাঁকা গুলীর শব্দ শোনা যায়। একজন ছাত্র জানান, সোমবার মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে একটি মাইক্রোবাসের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

গতকাল একই স্থানে একই সময়ে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ছাত্রদল নির্ধারিত সমাবেশ বাতিল করে।

জানা যায়, সোমবার ক্যাম্পাসে সৃষ্ট বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার পর ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা পৃথকভাবে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সহিত সভায় মিলিত হন। সভায় উভয় সংগঠন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগ (আ-অ) আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে বলা হয়, ছাত্রদলের সন্ত্রাসী চক্র সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে শিক্ষা জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সোমবার ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের দায়ী করিয়া বলা হয়, তাহারা ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ছাত্রলীগ নেতা জসিমের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। সমাবেশে ছাত্র সমাজের ১০-দফা আদায় এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হয়। সংগঠনের সভাপতি শাহে আলম, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, কামরুজ্জামান আনসারী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। শাহে আলম বলেন, সন্ত্রাস প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়া ছাত্রদল স্বয়ং সন্ত্রাস করিতেছে। সমাবেশ শেষে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়।

কর্মসূচী

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে ছাত্রলীগ (আ-অ) আজ (বুধবার) সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করিয়াছে। ঢাকার কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর আওতায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে।